দ্যা মিরর অব লাইফ

জীবনের আয়না

মাহমুদ বিন নূর

রাইয়ান প্রকাশন

দ্যা মিরর অব লাইফ

জীবনের আয়না

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২৫০/- টাকা

Jiboner Ayna

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

অর্পণ

শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে, যারা...

আর লিখতে পারছি না! তাদের সম্পর্কে আর কী বলব? তাদের সম্পর্কে আর কী লিখব? যাদের সম্পর্কে বলতে গেলে বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। যাদের সম্পর্কে লিখতে গেলে কলম থমকে যায়।

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মাবাদ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে রয়েছে তার দিকনির্দেশনা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন; ফেরেশতা হিসেবে নয়। আর মানুষের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মনের অজান্তেই জীবন চলার পথে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা নিপতিত হয়ে যাই। বিশেষ করে, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে।

আমাদের যাপিত জীবনে এই ভুলগুলো যখন আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তখনই এই ভুলগুলো থেকে বের হয়ে আসার পথ খুঁজি। তা সমাধান করার চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের যাপিত জীবনে আমাদের দ্বারা এমন কিছু ভুল সংঘটিত হয়, যার ব্যাপারে আমরা পুরোই অজ্ঞাত। যে ভুলগুলো আমাদের অলক্ষ্যেই সংঘটিত হয়। তখনই পড়ে যাই বিপাকে! আমাদের ভুলগুলোই চিহ্নিত করতে পারি না; সমাধান তো দূর কী বাত । এখন কথা হচ্ছে, আগে আমাদের যাপিত জীবনের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তারপর এর সমাধান তালাশ করতে হবে। ওই ভুলগুলো কী এবং এর সমাধান কী? তা আমাদের জানা অত্যাবশ্যকীয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আযিযম মাওলানা মাহমুদ বিন নূর আমাদের যাপিত জীবনের নিত্যকার ভুলগুলো চিহ্নিত করে ইসলামের আলোকে তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গদ্য এবং আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন উক্ত বিষয়গুলো। তার লেখাগুলো একদিক থেকে যেমন গদ্য ও সাহিত্যের বার্তা দিচ্ছে; অন্য দিক থেকে নিত্যকার ভুলের সমাধানের পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। দু'আ করি, আল্লাহ পাক তার এই দ্বীনী খেদমতকে কবুল করুন। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য তার কলমকে কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

জাবের কাসেমী দা. বা.
মুহাদ্দিস, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
২১/০২/২১ ইং

অভিমত

জীবনের আয়না...

পুরো বইটাই আমি পড়েছি; গভীর আনন্দ এবং আগ্রহ নিয়েই পড়েছি। আগ্রহ এবং আনন্দের কারণ হলো, বইটা লিখেছে আমার এক ছাত্র! সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়নে আমি যাব না, মোটাদাগে শুধু এতটুকুই বলব যে, বইটা পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছি!
আমাদের যাপিত জীবনের সাথে রাসূল ﷺসাল্লামের আদর্শের সেতুবন্ধন তৈরি করা হয়েছে এই বইতে। করণীয়-বর্জনীয় দিকগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুন্নতে নববির উজ্জ্বল আভায়। ভাষার কারুকার্য এবং বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যের আড়ালে বইয়ের পিছনে তরুণ এই লেখকের অধ্যাবসায় এবং একাগ্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছে!

লেখকের কলম আরো ক্ষুরধার হোক, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিবেদিত হোক উম্মাহর কল্যাণে এই কামনা করি। আমিন...

মুফতি মিনারুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া মাহমুদিয়া ইসহাকিয়া মানিকনগর, ঢাকা।
১৬/০২/২১ ইং

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই রব্বে কারীমের, যিনি অযোগ্য ব্যক্তির অযোগ্য হাতে কলম উঠানোর তৌফিক দান করেছেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, মহামানব, পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর—যার জীবনাদর্শ ধারণ করে কয়লা থেকে খাঁটি সোনায় পরিনত হয়েছে হাজারো যুবক। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রহমতে, অবশেষে সম্পন্ন হলো—'জীবনের আয়না' নামক বইটি।

বইটিতে আমাদের যাপিত জীবনের নিত্যকার ভুলত্রুটিগুলো সুবিন্যাস্তভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এমন এমন ভুল—যা আমাদের অলক্ষ্যেই আমাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। যে- ভুলগুলো আমাদের জীবন চলার পথে, সামাজিক অঙ্গনে, পারিবারিক অঙ্গনে ও ধর্মীয় জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। যে ভুলগুলো আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

যে ভুলগুলো সভ্য সমাজে আপনাকে আমাকে অসভ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। যে যেভুলগুলো প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিপদে নিপতিত করতে পারে। যে ভুলগুলো শয়তান আমাদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে তার উত্তম হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। যে ভুলগুলো হতে পারে, ইহকাল পরকাল—উভয় জগতে সফলতা অর্জনে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

যখন দেখলাম—সমাজের ছোট-বড় আবাল-বৃদ্ধ, সবাই এই অজ্ঞাত ভুলের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, সবাই ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে, মনের অজান্তেই নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনছে—তখন ভাবলাম, আমাদের সবাইকে এই ভুল থেকে বের হয়ে আসা উচিত। এই অজ্ঞাত ভুলগুলো সবার সামনে তুলে ধরা উচিত।

আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে উক্ত ভুলত্রুটিগুলো এবং বিভিন্ন করণীয়-বর্জনীয় বিষয় গুলো সুন্নতে নববির উজ্জ্বল আভায় বইটিতে সন্নিবেশিত করতে পেরেছি।

আপনার জীবন চলার পথে বিভিন্ন ভুলগুলো চিহ্নিত করতে এই বইটি অগাধ ভূমিকা রাখবে ইন শা আল্লাহ। এই বইয়ের মাধ্যমে আপনার অজ্ঞাত ভুলগুলো ধরতে

পারবেন। আর তাছাড়া, ভুলত্রুটি থেকে বের হয়ে আসার সমাধান বাতলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি সমাধান শরীয়তের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দেয়া হয়েছে। খেয়াল রাখা হয়েছে—এই ভুলগুলোর ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? উল্লেখ করা হয়েছে—এই ভুলগুলোর মাধ্যমে আমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। মূলত, এই বইটি অজ্ঞাত ভুলগুলো জানার নতুন এক অধ্যায় । এজন্য এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই লিখেছি—যাপিত জীবনের নিত্যকার ভুল ও তার সমাধানের 'জীবনের আয়না'। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এই খেদমত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। রব্বুল আলামীনের নিকট আর্জি, হে আল্লাহ! বইটি কবুল করে নিন।

মাহমুদ বিন নূর

লেখক ও সম্পাদক
২২/০২/২০২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচিপত্র

আমি'টা কে?	১৫
একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে কানাকানি কথা বলা	১৭
সিট ছেড়ে উঠে গেলে	১৯
রোদ ছায়ার মাঝামাঝি বসা	২১
তুমি 'যদি' চাও	২৩
শিক্ষকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো	২৫
স্বপ্নের কথা বলে বিপদ ডেকে আনা	২৭
দ্রুত কথা বলা	২৯
জুতোটা ছিড়ে গেল	৩১
হুট করে দুজনের মাঝখানে গিয়ে বসা	৩২
উন্মুক্ত ছাদে ঘুমানো	৩৪
রাগের মাথায় মীমাংসা করা	৩৭
কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা কাজ করে?	৩৯
হে বোন! সুগন্ধি মেখে রাস্তায় বের হচ্ছেন?	৪১
মজা না	৪৩
রোগীকে জোরপূর্বক খাওয়ানো	৪৬
রাত্রির সূচনালগ্নে	৪৮
কাউকে ভয় দেখানো	৫০
ইমামতি দেখাতে গিয়ে কেরাত লম্বা করা	৫২

ঢিল ছোঁড়া ৫৪
অহেতুক কথা বলা ৫৫
নফল রোজা রাখতে কি স্বামীর অনুমতি লাগবে? ৫৮
পাকা চুল উপড়ানো ৬০
খবিশ হয়ে গেছি ৬২
রাতের বেলা একাকী চলা ৬৪
নিজের পাপ অন্যকে বলে বেড়ানো ৬৬
মৃত ব্যক্তির দোষ চর্চা করা ৬৮
মুখের উপর আঘাত করা ৭০
বায়ু নির্গমনের শব্দ শুনে হাসা ৭৩
ভালোবাসার কথা অবহিত করা ৭৫
হাদিয়া ফেরত দিয়ে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা ৭৮
পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিয়ে পান করা ৮০
ভাঙা অংশে মুখ লাগিয়ে পান করা ৮১
পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করা ৮২
তিন শ্বাসে পানি পান করা ৮৪
পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা ৮৬
হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া ৮৮
বাম হাতে পানাহার করা ৮৯
খাবারে বরকত পেতে হলে ৯১
পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার খাওয়া নিষেধ ৯৩
খাবার খাওয়ার পরও পেট ভরে না? ৯৪
দাওয়াত খেতে গিয়ে খারাপ কিছু দেখলে কী করবেন? ৯৫

খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন?	৯৭
জানি না বলে এড়িয়ে যাওয়া	৯৮
সহবাসকালীন কথাবার্তা বন্ধুকে বলা	১০০
নেক কাজ অব্যাহত রাখা	১০২
শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নসিহত করা।	১০৪
পর-নারীর দৈহিক গঠন স্বামীর কাছে বর্ণনা করা	১০৬
এটা কোনো হাদিয়া হলো!	১০৭
ডান দিকের ব্যক্তি অধিক হকদার	১০৯
ঠাট্টাচ্ছলে কারো জিনিস নেয়া	১১১
ভ্রু প্লাক করা	১১৩
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা রাখা	১১৪
দাড়িতে গিঁট দেয়া	১১৬
হেলান দিয়ে কথা বলা	১১৮
বাচ্চাদের সালাম দেয়া	১২০
ঘুমানোর পূর্বে পাত্রের মুখ বন্ধ করা	১২৩
দ্বীনি সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে লজ্জা পেতে নেই	১২৪
না না, খাবো না	১২৬
পিঁপড়াকে হত্যা করা	১২৮
টিকটিকি মারা	১৩০
মন্দ ধারণাই মিথ্যা	১৩২
উপুড় হয়ে শোয়া	১৩৪
বিনা অনুমতিতে অন্যের পত্র দেখা	১৩৬
ভোরবেলা মোরগকে গালি দেয়া	১৩৮

তুই একটা কাফির	১৩৯
উঁকি মারলি কেন?	১৪১
থেকেও নাই	১৪৩
মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে	১৪৫
ট্রেন্ডের পেছনে ছুটে	১৪৭
কারও কাছে কোনো কিছু কীভাবে চাইবো	১৪৯
মা-বোনের রুমে প্রবেশ করতে অনুমতি নেওয়া	১৫১
বিকেলের ঘুম	১৫৩
হায়াত ও রিজিক বৃদ্ধির উপায়	১৫৪
সালাম নিয়ে কিছু কথা	১৫৬
হাতের ইশারায় সালাম দেয়া	১৫৯
শর'ঈ ওজর ব্যতীত সহবাসের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া	১৬০
পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে	১৬২
এটা-ওটা দান করেছি	১৬৪
বংশ নিয়ে খোঁটা দেয়া	১৬৬
জ্বরের সময়	১৬৮
নাম নির্বাচন করতে গিয়ে	১৬৯
কথা বলা বন্ধ রাখা	১৭১
অতিরঞ্জিত সম্মুখ-প্রশংসা	১৭৩
রাগের সময়	১৭৫

আমি'টা কে?

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম! গরমে একদম অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। ঘুমাতে গেলেও ঘুম আসেনা। আর আসলেও কিছুক্ষণ পর পর ঘুম ভেঙে যায়। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। এপাশ-ওপাশ করেই তিনটে বেজে গেল। গরমে একদম সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। গায়ের ঘামে গেঞ্জিটা পুরো সিক্ত হয়ে গেছে।

না, 'আর রুমে থাকা যাবে না।' এই বলে রুম থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলে আসলাম। আমাদের বাসার পাশেই রাস্তা। গ্রামের রাস্তা, যার কারণে এ রাত্রিবেলা লোকদের আনাগোনা নেই বললেই চলে।

বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম। অনেকটা ভালই লাগছিল। মুহূর্তেই মৃদু মৃদু হাওয়া শরীরের উষ্ণতা বিদূরিত করে দিল। এজন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। পরক্ষণেই লক্ষ করলাম, কেউ একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

তাকে দেখে আমি বেশ অবাক হলাম! কেননা, এত রাতে এই রাস্তা দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করে না। কিন্তু এই লোকটা কে? আর কেনই-বা এত রাতে এদিক দিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে জানতে মনের মাঝে খুব কৌতুহল জাগলো। তাই কোনো কাল বিলম্ব না করে পেছন থেকে ডাক দিলাম, 'ওহে ভাই, কে ওখানে? কোথায় যাচ্ছেন এত রাতে?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমি।'

আমি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কে?'

সে আবার বললো, 'আমি ভাই!'

এবার একটু বিরক্তি ভাব নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'আরে ভাই, আমি'টা কে? পরিষ্কার করে বলুন কে আপনি? কোথায় থাকেন? কোথায় যাচ্ছেন?'
সে বুঝতে পারলো—আরেকটু হলেই আমি রেগে যাব। তাই এবার পরিষ্কার করে বললো, 'ভাই, আমি রহিম। আপনাদের পাশের বাড়ির।'

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'ধুর মিয়া! এটা আগে বললে কী হত? আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কে', আপনি বললেন 'আমি', এটা কেমন কথা? আমি জিজ্ঞেস করা মাত্রই আপনার নাম বলা উচিত ছিল।'

আমি তাকে পুরো ব্যাপারটা ভালো করে বুঝালে, ছেলেটা তার ভুল বুঝতে পারে। তারপর সেখান থেকে চলে যায়। আর আমিও আমার রুমে চলে আসি।
বিষয়টি খুবই জটিল। যখন কেউ কাউকে না চিনে জিজ্ঞেস করে—কে আপনি? তখন অনেকেই এই উত্তর দেয়—'আমি'।

কিন্তু এই উত্তরটা দেওয়া কতটা যৌক্তিক? কেউ যখন উত্তরে বলে—আমি, এতে কি জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তার কাঙ্খিত বিষয়টা জানতে পারে? না, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তার সম্পর্কে জানতেই পারে না। কেননা, সে আপনাকে চিনে না বলেই জিজ্ঞেস করছে—'কে আপনি'। কিন্তু আপনি এটা বলতে পারেন না—'আমি'। অবশ্য আপনাকে বলতে হবে—আমি অমুক। তবেই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তার কাঙ্খিত বিষয়টা জানতে পারবে। আর সে যার সম্বন্ধে জানার জন্য কৌতূহলী ছিল, তার ব্যাপারে জানতেও পারবে।

এটা ছাড়াও, অনেকে দরজায় নক করে। এমতাবস্থায় যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে আপনি? তখন তিনি উত্তরে বলেন—'আমি'।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, ভেতর থেকে ওই ব্যক্তিটা আপনার বলা 'আমি' শোনার মাধ্যমেই আপনাকে চিনতে পারবে? না, সে আপনাকে চিনতে পারবে না। উল্টো সে আরও বিরক্ত হবে। অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে 'আমি অমুক'। তবেই সে আপনাকে চিনতে পারবে, অতঃপর আপনাকে দরজা খুলে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাবে।

আর তাছাড়া সবথেকে বড় কথা হলো—ক্ষেত্র বিশেষ 'আমি' 'আমি' বলাটা মাকরূহ, কেননা রাসূল ﷺ তা অপছন্দ করতেন। বর্ণিত আছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন,

> আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি নবী ﷺ এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কে? আমি বললাম: আমি। তখন তিনি বললেন: আমি আমি, যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।[১]

[১] সহিহ বুখারী: ৬২৫০

একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে কানাকানি কথা বলা

আমাদের পরিচিত একজনের ওলিমার দাওয়াত খেতে এসেছি। সাথে আছে হাসিব আর জাবের। ব্যস্ততার কারণে বন্ধুদের সাথে খুব একটা সময় কাটানো হয় না। এজন্য মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। কিন্তু আজ বহুদিন পর তাদের কাছে পেয়ে এই নিঃসঙ্গতা অনেকটা বিদূরিত হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ। তিনজনে মিলে বসে গল্প করছি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গল্পের আসর জমে উঠেছে। বহুদিন পর সাক্ষাৎ-এর কারণে গল্পগুলো বিভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে। আর সেই গল্পের বিষয়বস্তুগুলো প্রত্যেককেই এই আসরে বেঁধে রেখেছে। বিরক্তিভাব কারো মাঝেই প্রকাশ পায়নি; বরং উৎফুল্লতার সাথে প্রত্যেকেই গল্পের আসরে ডুবে ছিল।

গল্পের মাঝখানে জাবের আমাকে বললো, 'তোর সাথে কিছু কথা আছে; একটু এদিকটায় আয় তো।' আমি কোন সংকোচবোধ না করেই তার সাথে চলে গেলাম। আর এদিকে হাসিব একা একা বসে আছে। আর আমরা তার থেকে প্রায় ১৫/২০ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।

কথাগুলো খুব একটা বেশি প্রাইভেটও নয়; জাবেরের পারিবারিক কিছু কথা। চাইলে সে হাসিবের সামনেই তা বলতে পারতো। কিন্তু সে তা না করে আমাকে একা এনে চুপিচুপি বললো।

জাবের তার মত করে বলে যাচ্ছে। আর আমি বারবার হাসিবের দিকে তাকাচ্ছি। কেননা, আমি এটা জানি, একসাথে তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে এভাবে কানাকানি কথা বলা নিষেধ। এ জন্যই মূলত হাসিবের দিকে আমার নজরদারি। লক্ষ করে দেখলাম, কেমন জানি মনমরা হয়ে বসে আছে। সে মনে মনে হয়তো ভাবছে— আমরা তার ব্যাপারে কোন কথা বলছি।

আমি কোন ধরনের কালবিলম্ব না করে, জাবেরের হাত ধরে হাসিবের কাছে নিয়ে আসলাম। অতঃপর বললাম, 'তোর যা বলার এখানে হাসিবের সামনেই বল। তুই কেন শুধু শুধু কানাকানি কথা বলার জন্য আমাকে আড়ালে নিয়ে গেলি? জানিস না, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোথাও তোমরা তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না, যতক্ষণ না জনগনের সাথে মিশে যাও । এতে তার মনে দুঃখ হবে।[১]

কথাগুলো খুব বেশি একটা প্রাইভেট ছিল না। তাই জাবের অবশেষে আমাদের দু'জনের সামনেই তার কথাগুলো শেয়ার করলো। কিন্তু প্রথমে সে বড় একটি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল। আমি যদি তাকে বলার সুযোগ দিতাম, তাহলে হাসিব মনে মনে অনেক কষ্ট পেত। মনে করতো—তার নামে আমরা বদনাম করছি অথবা এমন কথা বলছি, যেটা শোনার যোগ্যতা তার নেই। এতে সে হীনমন্যতায় ভুগতো।

আমাদের সমাজে এই জিনিসটা খুব বেশি প্রচলিত। প্রায়ই আমরা একজনকে বাদ দিয়ে পরস্পর কানাকানি করে থাকি। অথচ, এদিকে খেয়াল রাখি না, হয়তো সে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত, এভাবে কথা বলার আগে নিজেকে ঐ স্থানে ভেবে নেয়া।

একবার আপনি নিজেকে ওই স্থানে রেখে ভাবুন। ভেবে দেখুন, আপনাকে বাদ দিয়ে দু'জন আপনার সামনে কানাকানি করছে আর আপনি দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু দেখেই যাচ্ছেন। এছাড়া আপনার আর কিছু করার নেই। এমতাবস্থায় আপনার কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে! খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। কেননা, কেউ-ই চায় না, আমার সামনে আমাকে বাদ দিয়ে দু'জন পরস্পর কানাকানি করুক। এই জিনিসটা দেখতে বাজে দেখায়। শিষ্টাচারও লঙ্ঘন হয়। এজন্য আমাদের এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

[১] সহিহ বুখারী: ৬২৯০, বুলুগুল মারাম: ১৪৪০

সিট ছেড়ে উঠে গেলে

এক বড় ভাইয়ের ওলিমার দাওয়াত খেতে গেলাম। অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হচ্ছে। অনুষ্ঠান শুরু না হওয়া অবধি খাবার দেওয়া হবে না। দু'আর আয়োজনের মাধ্যমে খাবার দেওয়া শুরু হবে। তাই অপেক্ষা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক চেয়ারে বসে আছি। আশেপাশে অনেক মানুষই দাঁড়িয়ে আছে। আসন সীমিত হওয়ায় কেউ জায়গা পেয়েছে আর কেউ পায়নি। সবাই নিজ নিজ আসন ধরে রেখেছে। সবাই জানে—উঠে গেলে আর আসন পাবে না।

বসে থাকতে থাকতে কেটে গেল দীর্ঘক্ষণ। অবশেষে দু'আর আয়োজন শুরু । দু'আ শেষে খাবার দেওয়া শুরু হলো। ঠিক সেই সময় আমার পাশের সিটের একজনের ইস্তিঞ্জার জরুরত হলো। এখন না গেলেও তার চলবে না। সে আমাকে বললো, 'ভাই, আমার সিটটা একটু দেইখেন তো, আমি আসছি।' সে তার জরুরাত পুরা করতে চলে গেল। ঠিক সেই সময় আমার একটা ফোন আসল। আমি আমার ফোনে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আর এই ফাঁকে কেউ একজন এসে সেই সিটে বসে গেল। আমি খেয়াল করিনি—কখন আসলো আর কখন বসলো। ওই লোকটি তার জরুরাত সেরে ফিরে এসে দেখল, তার জায়গায় আরেকজন বসে আছে! এটা দেখেই তার মেজাজ পুরো গরম। এত কষ্ট করে সে জায়গাটি ধরে রেখেছিল, এখন সেখানে আরেকজন এসে বসে পড়ল! ব্যাপারটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ভদ্রভাবে ওই লোকটাকে বললো, 'ভাই, এটা আমার সিট, আমি ইস্তেঞ্জায় জরুরাত সারতে গিয়েছিলাম। এই ভাই কে জিজ্ঞেস করে দেখুন।' আমার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললো। আমিও তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'জ্বি ভাইয়া, সিটটা ওনার-ই।' আমার কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে, ঐ ব্যক্তি বেঁকে গেল এবং বললো, 'এই সিট আমি খালি পেয়েছি; তাই বসেছি। সুতরাং, সিটটা এখন আমার।'

তাদের মাঝে পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। যে আগে থেকে বসা ছিল সেও ছাড় দিচ্ছে না, আর যে পড়ে এসে বসেছে সেও ছাড় দিচ্ছে না। একজন তার ন্যায্য দাবি থেকে সরে আসছে না, আর অন্যজন বলছে, 'আমি জায়গা পেয়েছি, আমি বসেছি।'

কথা কাটাকাটি করতে করতে এক পর্যায়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তারপর শুরু হল হাতাহাতি। একপর্যায়ে মারামারির মত অযাচিত কর্মে লিপ্ত হলো দু'জনে । কর্তৃপক্ষ

এসে ঝগড়া থামালো। আমিও পাশেই ছিলাম তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তিকে বললাম (যে জায়গা খালি পেয়ে এসে বসেছে), 'দেখুন ভাই, যিনি আগে এখানে বসা ছিলেন, তিনিই এই সিটের হকদার। এই সিটে তার অধিকার রয়েছে। আপনি চাইলেই এখানে বসে থাকতে পারেন না। আর তাছাড়া, এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হলো

বর্ণিত আছে, আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

> মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সে-ই ওই জায়গার বেশি হকদার।[১]

সুতরাং, ইসলামও আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, যে আগে থেকে বসা ছিল সে-ই ওই সিটের হকদার। লোকটা আমার কথা শুনে চুপ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে চলে গেল।

আমাদের সমাজে এরকম ঘটনা অহরহ হচ্ছে। শুধু বিয়ে বাড়িতেই এমনটা হয়—তা কিন্তু নয়। ক্লাসে বসতে গেলেও এমন হয়, বিভিন্ন মজলিসে গেলেও এমন হয়। এমন বিশৃঙ্খলা এড়াতে ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর সমাধান দিয়েছে। আর তা হলো, যে এতোক্ষণ যাবত একটা জায়গায় বসা ছিল, কোনো কারণে যদি সে উঠে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সে তার আগের জায়গায় বসার অধিক হকদার। কেউ একজন অনেক্ষণ ধরে কোনো এক জায়গায় বসা ছিল, কিছুক্ষণ পর তার জায়গায় আরেকজন উড়ে এসে জুড়ে বসবে—এমনটা ইসলাম সমর্থন করে না।

তাই আমাদের উচিত—কেউ যদি এসব বলে, 'ভাইয়া, এই সিটটা আমার, পূর্ব থেকেই আমি এখানে বসা ছিলাম। তখন ওই সিটটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। বেঁকে গিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। সিট ছেড়ে দেওয়াই আদব।

আবার কেউ কেউ তো আছে, ক্ষমতার দাপটে অন্যকে তার সিট থেকে তুলে সেখানে বসে যায়। এটাও একটা অনুচিত কাজ। এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে, বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে ও নড়ে-সরে জায়গা করে বসো। ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে গেলে সেখানে তিনি বসতেন না।[২]

---

[১] সহিহ মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩

[২] সহিহ বুখারী ৯১১, ৬২৬৯, ৬২৭০

রোদ ছায়ার মাঝামাঝি বসা

গরম পেরিয়ে শীত আসে। আর শীত আসলেই কম্বল হয়ে যায় সবার সাথী। গরম কাপড় ছাড়া একটা মুহূর্তও থাকা যায় না। শীতকে উপেক্ষা করে উষ্ণতার খোঁজে সবাই ছুটে। তবুও আল্লাহ প্রদত্ত এই শীত থেকে কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। যেখানেই যাক, শীত তাকে একটুখানি ছুঁয়ে দিবেই।

শীত আসলে মানুষের গোসল অনিয়মিত হয়ে যায়। একদিন গোসল করলে, অপরদিন করে না। ঠান্ডায় সবসময় কাবু হয়ে থাকে। একদিন দুইদিন পর গোসল করলেও, সেটা হয় দুপুরবেলা। গোসল করলেও ঠান্ডা থেকে বাঁচতে দ্রুত রোদে এসে বসে পড়ে। বসে বসে রোদ থেকে উষ্ণতা নিতে থাকে। রোদ পোহাতে পোহাতে পরক্ষণেই মাথা এবং চেহারা গরম হয়ে যায়। যার কারণে আবার ছায়ায় আসতে হয়। যখন ছায়ায় আসা হয়, তখন আবার গায়ে ঠান্ডা লাগে। কিন্তু মাথা এবং চেহারা গরম-ই থেকে যায়। এজন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করতে ঐ ব্যক্তি ছায়া এবং রোদের মাঝামাঝি বসে। মাথাটুকু রাখে ছায়ায়, আর পুরো বডি রাখে রোদে। এতে সে প্রশান্তি লাভ করে।

শীতের মৌসুমে এই কাজটা আমরা অনেকেই করে থাকি। কিন্তু আমরা এটা কি জানি, এই কাজটা নিষিদ্ধ? না, আমরা অনেকেই এটা জানি না। এটা যে নিষিদ্ধ, তা আমরা হাদীস থেকে জেনে নিতে পারি।

আবূ হুরায়রাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত: আবুল ক্বাসিম রাযি. বলেছেন:

তোমাদের কেউ রোদে বসা অবস্থায় সেখানে ছায়া এলে তার দেহের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় পড়ে গেলে সে যেন সেখান হতে উঠে যায়।[১]

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীস রয়েছে,

[১] সুনানে আবু দাউদ: ৪৮২১

‘আমর বিন আসওয়াদ আনসী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক সাহাবী বলেন:

> রাসূল ﷺ রোদ ও ছায়ায় তথা শরীরের কিছু অংশ রোদে আর বাকি অংশ ছায়ায় এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন: এটি হচ্ছে শয়তানের বসা।[১]

উভয় হাদীসে রোদ ছায়ার মাঝামাঝি বসতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় এটা মাকরূহ। আর দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় এটা শয়তানের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। সুতরাং, এরূপ বসা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। তবে কেউ যদি শুধু ছায়ায় অথবা শুধু রোদের আলোতে বসে, তবে কোনো সমস্যা নেই।

[১] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৪৫৯

তুমি 'যদি' চাও

দু'আ হলো ইবাদতের মগজ! দু'আর মাধ্যমে ইবাদত পূর্ণতা পায়। আমরা সবসময় দু'আর মুখাপেক্ষী । দু'আর মাঝে মন খুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া যায়। মন খুলে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলা যায়। আমরা যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আর মাধ্যমেই চেয়ে থাকি।

আমরা প্রতিটা মানুষ চাই, আমাদের দু'আ যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে মাকবুল হয়। আমরা দু'আতে সবসময় জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চেয়ে থাকি। এবং সবসময় জান্নাতের কামনা করি। আল্লাহ তা'আলার কাছে আর্জি করি, "হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত নসিব করুন।" এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় চেয়ে থাকি। এটাও বলি "হে আল্লাহ! আমাদের উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন। উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান করুন। সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন। সম্মান, ইজ্জত, আব্রু বৃদ্ধি করে দিন। জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা করুন—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সাধারণত এভাবেই আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে থাকি। কিন্তু কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু চাওয়ার পূর্বে বলে, "হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে কল্যাণ দান কর। তুমি যদি চাও, তাহলে আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি যদি চাও, তাহলে এটা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি যদি চাও, তাহলে এই গাড়িটা কিনার তাওফিক দান করো। তুমি যদি এটা আমার জন্য কল্যাণকর মনে করো, তাহলে সেটাই আমাকে দাও।"

উপরোল্লিখিত বাক্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেকেই চেয়ে থাকে। এবং প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে "যদি" শব্দ টা যোগ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু চাইতে যদি শব্দ যোগ করা নিষিদ্ধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন বাধ্যকারী নেই। সুতরাং, "যদি" শব্দ যোগ করলে দু'আ তো কবুল হবেই না; উল্টো আরও গুনাহ হবে! দু'আ করতে হবে দৃঢ়তার সাথে ।

এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে একটি হাদীস রয়েছে—আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> তোমাদের কেউ যখন দু'আ করে, সে যেন দৃঢ়তা প্রকাশের সাথে দু'আ করে। আর সে যেন না বলে, হে আল্লাহ! যদি তুমি ইচ্ছা করো তবে আমাকে দান কর"। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য কোন বাধ্যকারী নেই।[১]

সুতরাং দু'আ করতে হবে দৃঢ়তার সাথে। দু'আ করতে হবে পরিপূর্ণ আস্থার সাথে। কেননা, চাওয়ার জায়গা তো একটাই। চাওয়ার মতো চাইলে তিনি কখনও খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। চাইতে হবে চাওয়ার মতো। তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ!

এখন হয়তো আপনি বলতে পারেন, 'যদি' উল্লেখ না করে কীভাবে দু'আ করবো? খুব সিম্পল! এভাবে দু'আ করতে হবে, "হে আল্লাহ! আমার চাওয়ার মধ্যে ভুল-ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আপনার দেয়ার মধ্যে তো ভুল নেই। আপনি আমায় এমন কিছু দিয়েন না, যা আমাকে বেঈমান বানায়, আপনার থেকে গাফেল করে ফেলে; বরং যা আমার জন্য কল্যাণকর, তা আমাকে দান করুন। আর আমি তো সর্বদা আপনারই মুখাপেক্ষী। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান রাখেন। তাই, আমি যদি কখনও ভুল করে কিছুর আশা করি, যা আমার জন্য অকল্যানকর—তা থেকে আমাকে বিরত রাখেন এবং ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করেন।

আমার জানা অজানা পাপের জন্য আমি তওবা করছি, ক্ষমা চাচ্ছি। আমার নফসকে আপনার কাছে সোপর্দ করছি। সকল প্রকার শয়তানের প্ররোচনা, গীবত, হিংসা ও শিরক থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার ক্ষমা-ই আমার একমাত্র কাম্য। নিশ্চয় আপনি মহান ক্ষমাশীল।

মোটকথা, 'যদি' শব্দটা আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্ত করা যাবে না। তবে বান্দার ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা যাবে। বান্দার কর্মের ক্ষেত্রে 'যদি' শব্দ যোগ করলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, সে যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। এটা বলা যাবে না—আপনি যদি চান, তাহলে তার সাথে আমার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিন। কেননা, এখানে 'যদি' শব্দ আল্লাহর সাথে যোগ করা হয়েছে।

---

[১] সহিহ মুসলিম: ৬৭০৪

শিক্ষকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। এ সম্মান প্রদর্শন আমাদের ইজ্জত-আব্রু বৃদ্ধি করে। আর এই শ্রদ্ধাটা হয়ে থাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে, মা-বাবা, শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে।

কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকি। তন্মধ্যে একটি হলো—বসা থেকে দাঁড়িয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা। অর্থাৎ, যখন আমরা কোন মজলিসে বসা থাকি, তখন উক্ত মজলিসে কোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটলে, আমরা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।

বসা ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সাথেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে, ঠিক তখন সকল ছাত্ররা তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। আর এতে শিক্ষকও অনেক খুশি হয়ে যান। আর ছাত্ররাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্বস্তি লাভ করে।

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে, শিক্ষকের সম্মানার্থে শিক্ষার্থীদের জন্য দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া শরী'আতসম্মত কি না?

না, এভাবে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া শরী'আতসম্মত নয়; বরং শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন এবং তারা উত্তর দিবে। কিন্তু কেউই তার সম্মানার্থে দাঁড়াতে পারবে না। কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আসুন এই ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস জেনে নিই...

রাসূল ﷺ বলেন,

> যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দন্ডায়মান থাকুক, তাহলে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল।[১]

[১] তিরমিযী: ২৭৫৫ (হাদীসের মান সহিহ), মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪৬৯৯

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীস রয়েছে,

> সাহাবীদের কাছে রাসূল ﷺ এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূল ﷺ কে আগমন করতে দেখতেন, তখন কেউ-ই তার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল ﷺ এটা পছন্দ করেন না।[১]

এ দু'টি হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, শিক্ষকের সম্মানার্থে শিক্ষার্থীদের দাড়ানো খুবই অনুচিত এবং গর্হিত কাজ। এ কাজটি শরীয়াহ বিরোধীও বটে। তাছাড়া নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি বিবেক বিরোধী একটি কাজ।

আমরা এই ভুলটা সবসময় করে থাকি। কোন সম্মানিত ব্যক্তি মজলিসে আগমন করলে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের মস্তিষ্কে সেঁটে দেয়া হয়েছে—দাঁড়াতেই হবে, নয়তো বেয়াদব বলে গণ্য হতে হবে। একটু ভাবুন, যেই স্কুল আমাদের শিক্ষালয়, শেখানেও আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অনৈতিক কিছু। ছোট থেকে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, শিক্ষক ক্লাসে আসলে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আর আমরা সচরাচর এটাই করে থাকি। মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক, এমনকি ভার্সিটি লেভেলেও এই ভুল প্রথা চালু রয়েছে।

এরকম চিন্তাভাবনা আমাদের দূর করা উচিত। শিক্ষকদেরকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, এটা অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ। কেননা, হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে বড় ধরনের সতর্কবার্তা রয়েছে। আর তাছাড়া, সবচে' বড় কথা হলো—এ দুনিয়ার মধ্যে রাসূল ﷺ এর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ ছিলো না। অথচ, রাসূল ﷺ এর সম্মানার্থে সাহাবায়ে কেরাম কখনও দাঁড়াননি। কেননা, তিনি তা পছন্দ-ই করতেন না! অথচ, আজ অনেকেই এরকম রয়েছে, যারা কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেই নিজেকে অনেক বড় মনে করে। তারা চায়, সবাই তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক। এমনকি, সে এতে প্রফুল্ল হয়; মনে মনে অনেক আনন্দিত হয়।

সে কি এটা জানে না—যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দন্ডায়মান থাকবে, তাহলে জাহান্নামে যে তার ঠিকানা?

---

[১] তিরমিযী: ২৭৫৪ (হাদীসের মান সহিহ)

স্বপ্নের কথা বলে বিপদ ডেকে আনা

অজ্ঞতার কারণে কিছুটা ভুল, আপনার জীবনে বয়ে আনতে পারে বড় ধরনের বিপদ। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যারা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে না। প্রত্যেকটা মানুষই ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে।

এই স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা কম হয়নি। কেউ বলেছেন, মানসিক চাপের কারণে মানুষ স্বপ্ন দেখে। আবার কেউ বলেছেন, শারীরিক ভারসাম্যতার ব্যাঘাত ঘটলে, এটা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সারাদিন মানুষ যা কল্পনা করে, সেগুলো স্বপ্ন রূপে ঘুমের মাঝে আগমন করে।

স্বপ্ন মূলত তিন প্রকার:

১. সারাদিন মানুষ যা কল্পনা করে তার প্রভাবে মানুষ স্বপ্ন দেখে।

২. শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ স্বপ্ন দেখে, এটা একটু ভীতিকর হয়ে থাকে।

৩. আল্লাহ তা'আলার ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখা। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আপনি যদি কোনো ভালো স্বপ্ন দেখেন, তাহলে বুঝে নিবেন—এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি খারাপ স্বপ্ন দেখেন, তবে বুঝে নিবেন—এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে।

আপনি যদি ভালো কোনো স্বপ্ন দেখেন, তাহলে আপনার ঘনিষ্ঠ ভালোবাসার মানুষ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সেটা শেয়ার করবেন না। আপনজন ছাড়া, স্বপ্নের কথা কাউকে বলা কল্যাণকর নয়। এ কারণেই হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে বলেছিলেন। "হে বৎস, তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বলো না"।

স্বপ্ন যদি খারাপ হয়, তাহলে সেটাও কারও কাছে শেয়ার করবেন না। কেননা, কারও কাছে স্বপ্নের কথা শেয়ার করলে, সে যদি এমনি এমনি কোনো একটা ব্যাখ্যা করে

বসে, তবে সেটাই সংঘটিত হবে—যা সে মনে মনে ব্যাখা করেছে। হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্ন দেখবে, তখন তা ভালো আলেম, এবং কল্যাণকামী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বর্ণনা করবে না। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন,

> স্বপ্ন উড়ন্ত পাখির ন্যায়, (অর্থাৎ এটা ভালো মন্দ উভয় টার সম্ভাবনা রাখে) যতক্ষণ না তার ব্যাখ্যা করা হয়। যখন একটি ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেটাই বাস্তবায়িত হয়।[২]

সুতরাং, এই দু'টি হাদীস থেকে এটাই শিখলাম— যত্রতত্র যার তার কাছে স্বপ্নের কথা বলবো না। অন্যথায়, সে মনমতো যেটাই ব্যাখ্যা করবে, সেটাই বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

কয়েকদিন আগে একটা ইসলামিক গ্রুপে একজন আপুকে দেখলাম তার স্বপ্ন নিয়ে স্ট্যাটাস দিতে। তখন নিচে দেখলাম অনেকেই বলতেছে—আপু, স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে নেই পোস্টটি ডিলিট করে দিন। আবার দেখলাম এডমিন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেছে। এডমিনের মস্তিষ্ক কতটা বিকৃত হলে এমন কাজ করতে পারে?

আসলে এগুলা ঠিক নয়, স্বপ্ন দেখলে সেটা নিজের মাঝে রেখে দিবেন, নিজেও ব্যাখ্যা করতে যাবেন না, আর কারও কাছে বর্ণনাও করবেন না। কেননা, আপনার সামান্য ভুল, আপনার জন্য বড় ধরনের বিপদ বয়ে আনতে পারে।

---

[১] মুস্তাদরাকে হাকিম : ৮১৭৭

[২] ইবনে মাজাহ: ৩১১৪